চীনের সম্রাট

শিবরাম চক্রবর্তী

(মূল জার্মানের বাংলা অনুবাদ ও
ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে অনুদিত)

বাবা ছিলেন বাক্যবাগীশ বাবু
জ্বালিয়ে খেতেন তাঁর বকুনির জ্বালায়।
কিন্তু আমি রাজা, সবার প্রভু,
ভালবাসি ব্রাণ্ডি জালায় জালায়।

যেমন মিঠে তেমনি কি ভাই স্বাদু,
ঐ পানীয় তোফা সবার চেয়ে।
যেমনি না খাই, কেমন যে ভাই যাদু!
চীন যেন যায় ফুলে ফুলেই ছেয়ে!

রাজ্য যেন হয় রে আমার সাচ্চা,
ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলিয়াছে!
মনে হয় যে আমি মরদবাচ্চা,
মিলন মাগি বউ যে আসে কাছে।

উছলে উঠে অমেয় সম্পদ
চারধারেতেই। রোগীরা রোগ ভোলে।
ঋষি-প্রবর আমার সভাসদ
কনফ্যুসিয়'র দিব্য দৃষ্টি খোলে।

ভুষির রুটি খেত যে সেনারা,
তারা এখন বাদামী কেক খায়।
বাউণ্ডুলে পথে পথে ফেরা,
ইতর যত সিল্কে সেজে যায়।

প্রাচীন যত মান্দারিনের দল
দুব্‌লা বুড়ো, মরছিল তো ধুঁকে।
হাতে তাদের মাংস গজায়, বল
পায় তারা আর নাড়ায় টিকি সুখে।

প্যাগোডা ঐ বিশাল ধর্মচূড়া—
বিশ্বাসীদের তরে খাড়াই আছে।
ড্রাগনদেবও তৈরী ল্যাজা মুড়া—
বিধর্মীদের টানতে নিজের কাছে।

মাঞ্চুরা সব অভিজাত বংশীয়
বলে বিপ্লব-ভয়ের রেহাই পেয়ে—
'ধ'রে ধ'রে চাবুক পিটে দিয়ো, :
শাসনতন্ত্র ভালো কি এর চেয়ে?'

মদ খেয়ে ওটা স্রেফ মোর মাত্‌লামি,
বলে মোরে যত বদ্যি ও ডাক্তারে!
কিন্তু জাতির হিতকামনায় আমি,
মদ খেয়ে যাই;— যাই একনাগাড়ে

আর দেখ ভাই তাইতেই আছি টি'কে
বেশ, এই মদে— এই সেই সোমরসে।
প্রজারাও খুশী, মদ খেয়ে দিকে দিকে
গগন ফাটিয়ে ''হোসানা''র জয় ঘোষে।

অনুবাদ কবিতাটি ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রী সমিতি থেকে প্রকাশিত ও চিত্তরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত ''হাইনের কবিতা'' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

শিবরাম চক্রবর্তী : (১৩ ডিসেম্বর ১৯০৩ - ২৮ আগস্ট ১৯৮০) প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক।